Civil Services (Main)
Examination, 2026

KVMS-C-BNGL

# বাংলা / BENGALI

## ( আবশ্যিক ) / ( Compulsory )

| | |
|---|---|
| সময় : 3 ঘন্টা | পূর্ণাঙ্ক : 300 |
| *Time Allowed : **Three** Hours* | *Maximum Marks : **300*** |

---

### প্রশ্নপত্র-সংক্রান্ত আবশ্যিক নির্দেশাবলী

***উত্তর লেখার পূর্বে নিম্নে প্রদত্ত প্রতিটি নির্দেশ যত্ন সহকারে পড়ুন :***

প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে ।

প্রশ্ন / প্রশ্নাংশের জন্য নির্ধারিত মূল্য দেওয়া হয়েছে ।

অন্য কোনো নির্দেশ না থাকলে প্রশ্নের উত্তর **বাংলা (বাংলা লিপি)** অক্ষরে লিখতে হবে ।

কোনো প্রশ্নের সঙ্গে উত্তরের জন্য নির্দিষ্ট শব্দসংখ্যা দেওয়া থাকলে তা মান্য করতে হবে । উত্তরের শব্দসংখ্যা নির্দিষ্ট শব্দসংখ্যার চেয়ে খুব বেশি বা খুব কম হলে নম্বর কাটা যাবে ।

প্রশ্নোত্তর পুস্তিকার পৃষ্ঠ বা পৃষ্ঠার অংশ খালি থাকলে পরিষ্কারভাবে কেটে দিতে হবে ।

### Question Paper Specific Instructions

***Please read each of the following instructions carefully before attempting questions :***

*All questions are to be attempted.*

*The number of marks carried by a question / part is indicated against it.*

*Answers must be written in **BENGALI (Bengali script)** unless otherwise directed in the question.*

*Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to and if answered in much longer or shorter than the prescribed length, marks may be deducted.*

*Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer (QCA) Booklet must be clearly struck off.*

---

**Q1. নিম্নলিখিত যে কোনও *একটি* বিষয়ে 600 শব্দের মধ্যে প্রবন্ধ রচনা করুন :** *100*

(a) ভারতবোধের ধারণা এবং আমাদের ভবিষ্যৎ

(b) ডিজিটাল যুগে নাগরিকদের কর্তব্য

(c) ভারতের মহাকাশ গবেষণা এবং মঙ্গল অভিযান

(d) স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রাপ্তি ও প্রকৃতি

**Q2. নিম্নলিখিত গদ্যাংশটি মনোযোগ দিয়ে পড়ুন এবং যে সকল প্রশ্ন পরে করা হয়েছে তার উত্তর সংক্ষেপে, স্পষ্ট ও শুদ্ধ ভাষায় লিখুন :** *12×5=60*

দুঃখের যে জায়গায় ভয়ের অবস্থান, আনন্দের সেই জায়গায় রয়েছে উৎসাহের জোয়ার। যে কাজে কোনওরকম কষ্ট বা ক্ষতি থাকে তা মোকাবিলার জন্য সাহসের প্রয়োজন, যা সেই কাজকে উৎসাহ ও আনন্দে বোঝা যায়। কষ্ট বা ক্ষতির মাত্রা অনুসারে উৎসাহেরও ধরন বোঝা যায়। সাহিত্য সমালোচকগণ এগুলোকে শ্রেণিভুক্ত করেছেন যুদ্ধের বীরত্ব, দানের বীরত্ব ও সমবেদনার বীরত্ব হিসেবে। এদের মধ্যে সবচেয়ে পুরনো এবং গুরুত্বপূর্ণ হল যুদ্ধের বীরত্ব — যেখানে আঘাত, পীড়া এমনকী মৃত্যুও গ্রাহ্য হয় না। এই ধরনের বীরত্ব স্মরণাতীত কাল থেকেই চলে আসছে, যাতে সাহস ও প্রয়াস দুইই চরম উৎকর্ষে পৌঁছোয়। কিন্তু কষ্ট বা পীড়াকে সহ্য করার সাহস থেকেই কেবল উৎসাহের সৃষ্টি হয় না — এর সঙ্গে যুক্ত হওয়া প্রয়োজন আনন্দময় প্রয়াস বা আগ্রহের। অজ্ঞান না হয়ে বড় ফোঁড়া কাটানোর বিষয়ে রাজি হওয়াকে সাহস বলা যেতে পারে, উৎসাহ নয়। এইরকমই নীরব থেকে কোনওরকম হাত-পা না ছুঁড়ে প্রবল প্রহার সহ্য করতে রাজি থাকাকে সাহস হিসেবে ধরে নেওয়া যায় এবং কঠিনতম আঘাতের সামনেও স্থির থাকতে পারাকে বলা হয় সহ্যশক্তি। এইরকম সাহস ও অধ্যবসায়কেই উৎসাহের অন্তর্ভুক্ত করা চলে — যদি সেই সাহসী বা সহনশীল ব্যক্তি আনন্দের সঙ্গে তার কাজ করে যেতে পারে যাতে ওই সমস্ত আঘাত সে সহ্য করে চলতে পারে। অতএব উৎসাহ দেখা যায় আনন্দময় প্রয়াস বা আগ্রহে, কেবল কাঠিন্য সহ্য করার পরোক্ষ শক্তিতেই নয়। অধ্যবসায় ও সাহস উভয়ই উৎসাহের মধ্যে দিয়ে প্রেরিত হয়।

সম্পত্তি ত্যাগজনিত কষ্ট এবং জীবনের কাঠিন্যকে সহ্য করাই কোনও দানশীল ব্যক্তির সাহস হিসেবে বিবেচিত হয়। ঔদার্য তখনি স্বীকৃতি পায় যখন দাতা তাঁর দানশীলতার কারণে নিজস্ব জীবনযাপনে কোনও না কোনও কাঠিন্য বা অসুবিধার সম্মুখীন হন। যত বেশি মাত্রায় তিনি তাঁর জীবনযাপনে কাঠিন্য বা অসুবিধার সম্মুখীন হন, তত বেশি মাত্রায় হয়ে ওঠেন মহৎ। কিন্তু যদি না এই সম্পত্তি ত্যাগের ইচ্ছে সম্পূর্ণরূপে হৃদয়জনিত ও আনন্দের হয়, তবে সেখানে উৎসাহের সৃষ্টি হয় না।

যুদ্ধ ছাড়াও পৃথিবীতে আরও কঠিন কিছু কাজ আছে যাতে চূড়ান্ত শারীরিক পীড়া, এমনকী মৃত্যুর সম্ভাবনা যুক্ত থাকে। গবেষণার জন্যে বরফাবৃত, মেঘ ছোঁয়া, অবিচল পর্বতচূড়ায় ওঠা, মেরুপ্রদেশ বা সাহারা মরুভূমিতে ভ্রমণ; নিষ্ঠুর, বর্বর উপজাতীগুলোর মাঝে অজানা গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করা — এগুলোও সাহসিকতা ও শৌর্যের কাজ। এই সমস্ত কাজে মানুষেরা যখন সানন্দ আগ্রহে যুক্ত হয় তখন সেটাও হয়ে ওঠে এক উৎসাহপূর্বক প্রদর্শন।

(a) উৎসাহের মধ্যে সাহসের ভূমিকাটি স্পষ্ট করো। *12*

(b) অধ্যবসায় বলতে কী বোঝো? *12*

(c) উৎসাহ কীভাবে অর্জন করা যায়? *12*

(d) আনন্দময় আগ্রহ এবং উৎসাহের মধ্যে আন্তসম্পর্ক নির্ণয় করো। *12*

(e) দানশীল ব্যক্তিকে দান করার জন্য কী কী মেনে চলতে হয়? *12*

**Q3. নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদের সারাংশ নিজের ভাষায় এক-তৃতীয়াংশ শব্দে লিখুন। অনুচ্ছেদের কোনও শীর্ষক দেবার প্রয়োজন নেই।** *60*

কারোর ভালো শ্রোতা হওয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং আকর্ষণীয় জীবন-দক্ষতা হিসেবে বিবেচিত হয়। যদিও আমাদের মধ্যে কমজন-ই জানে কীভাবে তা হতে হয়, কারণ আমরা কেউ খারাপ শ্রোতা নই, কিন্তু কেউ আমাদের শেখায়নি শুনতে হয় কীভাবে — আরও একটি সম্পর্কিত সূত্র — খুব কমজনই আমাদের কথা যথেষ্ট ভালোভাবে শুনেছে। তাই আমরা সামাজিক জীবনে কথা শোনার চেয়ে বলার ক্ষেত্রে লোভী, অন্যদের সঙ্গে সাক্ষাতে যতটা ক্ষুধার্ত, ততটাই অনাগ্রহী তাদের কথা শুনতে। বন্ধুত্ব, সামাজিক অহং-এর কারণে অধঃপতিত হয়। ভালো শ্রোতা অনেক ধরনের কাজ করেন, যা তাঁর সঙ্গকে সুন্দর করে তোলে এর উপলব্ধির প্রয়োজনীয়তা না বুঝেই আমরা প্রায়শই এমনভাবে কথোপকথনে চালিত হই যা কিছুটা অবর্ণিত ও ত্বরিত। আমরা কাজের ক্ষেত্রে বিব্রত থাকি, আমাদের কর্মজীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে খেলা করি, আমরা নিশ্চিত থাকি না কি কি আমাদের জন্য ঠিক; একটা সম্পর্ক অসুবিধার মধ্যে আছে কি না; আমরা কিছু নিয়ে জ্বালাতনে আছি কি না বা সাধারণ ভাবেই জীবন নিয়ে হীনম্মন্যতায় আছি কি না (অথচ ঠিক কোথায় কী ভুল তা নির্দিষ্ট করতে পারছি না); বা হয়তো আমরা খুবই উত্তেজিত এবং উদ্যমী থাকি কিছু নিয়ে, যদিও আমাদের সেইসব আবেগের কারণগুলো কিছুটা চাতুর্যপূর্ণ, লিখে রাখার জন্য।

বস্তুত, এই সব বিষয় স্পষ্টতার সন্ধানী। একজন ভালো শ্রোতা জানেন যে আমরা অন্য একজনের সঙ্গে আলাপচারিতার সূত্রে আদর্শগত স্তরে পৌঁছে যাই — বিভ্রান্ত বিরক্ত মানসিকতা থেকে আরও কেন্দ্রীভূত এবং শান্ত মানসিকতায়। তাঁদের সঙ্গে একত্রে আমরা — যা ছিল বিপন্ন, তা নিয়ে কাজ করতে পারি। কিন্তু বাস্তবে এটি ঘটে না, কারণ কথোপকথনের ইচ্ছে নিয়ে বা স্পষ্টতার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে যথেষ্ট সচেতনতা থাকে না। যথেষ্ট পরিমাণে ভালো শ্রোতাও পাওয়া যায় না। তাই মানুষ বিশ্লেষণের পরিবর্তে জাহির করতে চান। তাঁরা বিভিন্ন উপায়ে নিজেদের চিন্তা, উৎসাহ, উদাস বা আশান্বিত হওয়াকে উপস্থাপন করতে থাকেন এবং তাঁদের আলোচনায় অংশগ্রহণকারী শোনেন কিন্তু আরও কিছু আবিষ্কার করার জন্য তাঁদের সাহায্য করেন না। ভালো শ্রোতারা এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আলোচনায় অনেক ধরনের প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করেন।

তাঁরা অন্যদের কথা বলার সময়ে কথা বলতে বিলম্ব করেন, তাঁরা ছোট ছোট উৎসাহব্যঞ্জক মন্তব্য করেন বক্তার সপক্ষে, উৎসাহ দিতে মাথা নাড়েন, 'হুম' বলেন — যা শ্রোতার আগ্রহসূচক কৌশলেরই প্রমাণ। সর্বক্ষণ তাঁরা অন্যদের আরও গভীর বিষয়ের দিকে যেতে প্রাণিত করেন। তাঁরা বলতে ভালোবাসেন, "আমায় এ বিষয়ে আরও বলো..."; "আমি বিস্মিত হয়েছিলাম যখন তুমি বললে," "ওটা কেন হল, তুমি কী মনে করো ?" "ওটার ব্যাপারে তোমার উপলব্ধি কী ?" অন্যের কথার সারহীনতাকে একজন ভালো শ্রোতা অবশ্যই প্রশ্ন করেন। কিন্তু তাঁরা নিন্দা করেন না বা তাড়া দেন না বা অধৈর্য হন না, কারণ তাঁরা সারহীনতাকে বৈশ্বিক ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মানসিক সংকট হিসেবেই দেখেন, যা অন্যকে সাহায্য করার এক প্রকৃত বন্ধুর কাজ-রূপে বিবেচিত। প্রায়ই আমরা অনেক কিছুর নিকটবর্তী থাকি, কিন্তু ঠিক কী আমাদের বিব্রত বা উত্তেজিত করছে তার কাছে পৌঁছতে পারি না। ভালো শ্রোতারা জানেন আমরা অনেকটা উপকৃত হই বিস্তারিত ভাবে বলতে, বিশেষ অনুপুঙ্খে বলতে, আরও একটু বেশি দূর বিষয় নিয়ে এগোতে — যখন কিনা আমরা উৎসাহ পাই। আমাদের তেমন কাউকে প্রয়োজন হয়, যিনি উপস্থাপক নন, কিন্তু শুধু বলেন সেই দুটো দুর্লভ জাদুকরী শব্দঃ 'এগিয়ে চলো'। আমরা কোনও জ্ঞাতিব উল্লেখ করি আর তারা আরও একটু বেশি জানতে চান। শৈশবের সম্পর্কটা কেমন ছিল ? সময়ের সঙ্গে কীভাবে তা বদলে গেল ? তারা জানতে আগ্রহী হন আমাদের আগ্রহ ও উত্তেজনা কোথা থেকে সৃষ্টি হল — এই সব বিষয়ে। তাঁরা এমন সব প্রশ্ন করেন, "বিশেষ ভাবে ওটাই কেন তোমায় বিব্রত করত ?" "ওটা তোমার কাছে এত বড় কিছু

ব্যাপার কেন ?" তাঁরা আমাদের ইতিহাস মাথায় রাখেন, তাঁরা আমাদের আগে বলা কিছু প্রাসঙ্গিক ভাবে উল্লেখ করেন এবং আমরা উপলব্ধি করি তাঁরা আরও গভীরভাবে যুক্ত থাকার ভিত তৈরি করেছেন। সারবত্তাহীন কথা বলা মারাত্মক সহজ : আমরা সহজেই বলে দিই কিছু একটাকে মনোরম বা ভয়ংকর, যথাযথ বা বিরক্তিকর। কিন্তু আমরা কখনওই খুঁজি না এভাবে বলার কারণ। একজন ভালো শ্রোতার প্রাথমিক মন্তব্যেও থাকে ফলদায়ী, বন্ধুত্বপূর্ণ ধারণা এবং পশ্চাদ্‌ভূমিতে গুপ্তভাবে থাকে গভীরতর মনোভাব।

*(শব্দসংখ্যা : 583)*

**Q4. নিম্নলিখিত গদ্যাংশটি ইংরেজিতে অনুবাদ করুন :** ***20***

ভারতীয় নাবিক তাদের জাহাজ চালানোর দক্ষতার দরুন প্রাচীনকাল থেকেই প্রসিদ্ধ। তারা আজ থেকে 5000 বছর আগে সমুদ্রে নৌচালনা শুরু করেছিল। সেই সময়, সমুদ্র যাত্রায় খুব কম যন্ত্র-ই ব্যবহৃত হত। আজকের সূক্ষ্ম জটিল যন্ত্রপাতি তখন ছিল না। যাই হোক প্রাচীন যুগের নাবিকদের হয়তো ছিল তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয়বোধ এবং আবহাওয়ার ধরন সম্পর্কেও উৎসাহী বোধগম্যতা। তারা গ্রহ-নক্ষত্রের পর্যবেক্ষণ দ্বারা বাতাসের গতিপ্রকৃতি বুঝত এবং সমুদ্রের জলের রং দেখে জলের গভীরতা নির্ধারণ করত। সামুদ্রিক জীবন পর্যবেক্ষণ করে, তারা স্থলভাগ কত দূরে এমনকী কখনও একটি দেশের অবস্থানও বুঝে নিত। সেই সব দিনে সমুদ্র-শিক্ষাব্যবস্থা ছিল না, তাই যা কিছু প্রশিক্ষণ তারা পেয়েছিল, সবটাই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষা — যা ভুল থেকে সঠিক সিদ্ধান্তে তাদের পৌঁছে দিত। কখনও কখনও যখন দুর্ঘটনা ঘটত, তাদের সাহস ও আত্মবিশ্বাসই তাদের প্রাণিত করত। এই শক্তি নিয়েই সমুদ্রযাত্রায় তারা কখনও পশ্চিম পারস্য উপসাগর, পূর্ব-তটে আফ্রিকা এবং দূরবর্তী দ্বীপপুঞ্জ যেমন ইন্দোনেশিয়া, কম্বোডিয়া, আন্নাম, বার্নিও তথা সেলেবস্‌-এর মতো দূর-দূরান্তরে পূর্বদিকে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিল। সামুদ্রিক প্রশিক্ষণের আধুনিক যুগের সূচনা হয় 1920 সালের প্রথম দিকে।

স্বাধীনতার পর ভারতে পরিবর্তনের এক সুখকর ঢেউ এসেছিল। ভারতের গৌরবময় জাহাজি পরম্পরার সূর্য, যা কয়েক শতক আগে অস্ত গিয়েছিল, তার উদয় এবং উজ্জ্বলতা আরও একবার সম্ভবপর হয়েছে। ভারতীয় জাহাজ-ব্যবস্থা এখন সঠিক দিশার অভিমুখে এগিয়ে চলেছে।

**Q5.** **নিম্নলিখিত গদ্যাংশটি বাংলায় অনুবাদ করুন :** *20*

Orientation for entrepreneurship has to start right from the schools. In schools, teachers need to highlight the role of entrepreneurship in national development. During college, students must be exposed to business development opportunities and must be trained towards the creation of new enterprises. Parents should encourage their children to take up new ventures after their education. We should cultivate a mindset that 'Idea is wealth'.

The government must create a facilitating environment for the provision of venture capital for innovative ideas without collateral security. Universities and engineering and management institutions should work with banks and other funding agencies towards simplifying procedures for setting up businesses and working with entrepreneurs till the project becomes self-sustaining and viable. Procedures in government should facilitate the spotting and recognition of new Indian talent in entrepreneurship by creating a level playing field for healthy competition. Citizens who can afford it should turn themselves into angel investors or start venture capital organizations to fund such new ventures. Big and small industries need to have an open mind in order to encourage and partner with young entrepreneurs.

**Q6.** (a) **বিপরিতার্থক শব্দ লিখুন :** *2×5=10*

(i) জোড় *2*

(ii) বন্দনা *2*

(iii) শীত *2*

(iv) দেনা *2*

(v) সাধু *2*

(b) **বিশিষ্টার্থে বাক্যে প্রয়োগ করুন :** *2×5=10*

(i) আকাশ থেকে পড়া *2*

(ii) ঝড়ঝাপটা *2*

(iii) ধনুকভাঙা পণ *2*

(iv) ননীর পুতুল *2*

(v) মগের মুলুক *2*

**(c)** **ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করুন :** ***2×5=10***

(i) রথদেখা *2*

(ii) জনশূন্য *2*

(iii) গুপ্তচর *2*

(iv) সাতসমুদ্র *2*

(v) প্রিয়সখা *2*

**(d)** **অশুদ্ধি সংশোধন করুন :** ***2×5=10***

(i) উপযোগীতা *2*

(ii) পরিসেবা *2*

(iii) সন্মান *2*

(iv) নন্দীনি *2*

(v) সন্ধা *2*